সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/ ৯৬

তারিখঃ ২৮ এপ্রিল, ২০২৬

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ চলমান বর্ষা মৌসুমের প্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত মূল্যবান মালামাল জরুরী ভিত্তিতে খালাস গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ

ক) বিজিএমইএ সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/৭৬ তারিখঃ ৩১/০৩/২০২৬ইং।

খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর স্বারক নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৫ তাং-৩০/০৩/২০২৬।

গ) বিজিএমইএ সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/৮৮ তারিখঃ ১৬/০৪/২০২৬ইং।

ঘ) ঢাকা কাস্টমস হাউসের নথি নং-৫-কাস-১২(৩৫) নীঃপঃ/জাঃরাঃবোঃ/বিবিধ/২২/৪১২২(৪) তাং ১২/০৪/২০২৬ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উপরোক্ত বিষয়ে বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে সূত্রোক্ত 'খ' স্বারক এর বিপরীতে সূত্রোক্ত 'ক' সার্কুলার এবং সূত্রোক্ত 'ঘ' নথির বিপরীতে সূত্রোক্ত 'গ' সার্কুলার জারী করা হয়েছিল। বর্ষা মৌসুমে আপনাদের আমদানিকৃত মূল্যবান মালামাল যেন বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট না হয়ে যায় সে জন্য জরুরী ভিত্তিতে খালাস করার জন্য সূত্রোক্ত সার্কুলারগুলোর মাধ্যমে আপনাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। বর্তমানে চলমান বর্ষা মৌসুমের কারণে আমদানিকৃত মূল্যবান মালামাল বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, বর্তমান বর্ষা মৌসুমকে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে আপনার কারখানার আমদানিকৃত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে খালাসের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

২৮/৪/২৬

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সংযুক্তিঃ সূত্রমতে।

তারিখঃ ৩১ মার্চ, ২০২৬

সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/ ৭৮

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ আসন্ন বর্ষা মৌসুমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত মূল্যবান মালামাল জরুরী খালাস গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিঃ এর স্বারক নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৫ তারিখঃ ৩০/০৩/২০২৬ইং (কপি সংযুক্ত)।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ আমদানি কার্গো ভবনের Zone-B এলাকা এবং তৎসংলগ্ন ক্যানোপি এলাকায় টিন শেডের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। আমদানি কার্গো ভবনের Zone-B এলাকায় MWH-2 এবং ডেলিভারী গেইট-সি চালু হলেও আমদানিকৃত মালামালের আধিক্যহেতু অধিকাংশ পণ্য গুদামের বাহিরে থেকে যায়, এতে বৃষ্টিতে ভিজে ও প্রখর রোদে পণ্যর গুনগতমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং বিষয়টি বিমান বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যথাযথ হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

এমতাবস্থায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে আপনার কারখানার আমদানিকৃত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে খালাসের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সংযুক্তিঃ সূত্রমতে।

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
বাংলাদেশে তৈরি

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | Hotline: +88 017 3044 2211 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

E:\2026\CIRCULAR-2026.doc

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি: Biman BANGLADESH AIRLINES LTD.
H. S. INTERNATIONAL AIRPORT, KURMITOLA, DHAKA-1229, BANGLADESH, PHONES: 8901500-19, 8901640-54, www.biman-airlines.com

পণ্য টর্মিনাল, বিমান

হশাআবি, ঢাকা।

স্মারক নং: ৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৮ তারিখ: ১৬ চৈত্র ' ১৪৩২ বাংলা
৩০ মার্চ'২০২৬খ্রি:

বিষয়: আসন্ন বর্ষা মৌসুমে আমদানিকৃত মূল্যবান মালামাল জরুরী খালাস গ্রহন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ আমদানি কার্গো ভবনের Zone-B এলাকায় সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে এবং তৎসংলগ্ন ক্যানোপি এলাকায় টিন শেডের সংস্কার ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আমদানি কার্গো ভবনের Zone-B এলাকায় MWH-2 এবং ডেলিভারী গেইট-সি সম্প্রতি চালু হলেও আমদানিকৃত মালামালের আধিক্যহেতু পণ্য সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় গুদামের ব্যবস্থা না হওয়ায় অধিকাংশ পণ্য গুদামের বাহিরে থেকে যায়, এতে মালামাল বৃষ্টিতে ভিজে ও প্রখর রৌদ্রে মূল্যবান পণ্যের গুনগতমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং বিষয়টি বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যথাযথ হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য মারাত্তক ঝুঁকিপূর্ন ও সাংঘর্ষিক।

এমতাবস্থায়, বর্তমান পরিস্থিতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে আমদানিকৃত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ জাহিদুজ্জামান
উপ-মহাব্যবস্থাপক কার্গো আমদানি (ভারপ্রাপ্ত)
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

সভাপতি, বিজিএমইএ
বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, সেক্টর-১৭,
উত্তরা, ঢাকা।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)-সদয় অবগতির জন্য
০১। সদস্য নিরাপত্তা, সিএএবি সদর দপ্তর, ঢাকা।
০২। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
০৩। পরিচালক প্রশাসন ও মানব সম্পদ, বিমান।
০৪। পরিচালক কার্গো, বিমান, ঢাকা।
০৫। নির্বাহী পরিচালক হশাআবি, ঢাকা।
০৬। সভাপতি, কাস্টমস এজেন্ট এসোসিয়েশন, ঢাকা।
০৭। পি এ টু চেয়ারম্যান, বেবিচক সদর দপ্তর ঢাকা।

Shaheen
for nfa.
31/3/2026

BGMEA

সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/৮৮

তারিখঃ ১৬ এপ্রিল, ২০২৬

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য চালান দ্রুত ঘোষনা ও খালাস গ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ

ক) বিজিএমইএ সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৬/৭৬, তারিখঃ ৩১/০৩/২০২৬ইং।

খ) ঢাকা কাস্টমস হাউসের নথি নং-৫-কাস-১২(৩৫) নীঃপঃ/জাঃরাঃবোঃ/বিবিধ/২২/৪১২২(৪), তারিখঃ ১২/০৪/২০২৬।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সূত্রোক্ত 'ক' সার্কুলারের মাধ্যমে ঢাকা কাস্টমস হাউসের অধিনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত খালাস নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উপরোক্ত সার্কুলারের সূত্রের প্রেক্ষিতে আমদানিকৃত পণ্য চালান দ্রুত ঘোষনা ও খালাস গ্রহণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে ঢাকা কাস্টমস হাউস থেকে সূত্রোক্ত 'খ' নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। আপনাদের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনাটি সংযুক্তি আকারে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, সূত্রোক্ত 'খ' নথির নির্দেশনা মোতাবেক আপনার কারখানার আমদানিকৃত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে খালাসের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

জিইপি/ই-মেইল
অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস হাউস, ঢাকা
ই-মেইলঃ dch@nbr.gov.bd

নথি নং-৫-কাস-১২(৩৫) নীঃপঃ/জাঃরাঃবোঃ/বিবিধ/২২ / ৪১২২(৪) তারিখঃ ১২/০৪/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যচালান দ্রুত ঘোষণা ও খালাস গ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ০১. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. এর স্মারক নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৫, তারিখঃ ৩০/০৩/২০২৬ খ্রি.।
০২. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. এর স্মারক নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৭.০০৪.০৩.০১.২০২৬/১৪৬, তারিখঃ ৩০/০৩/২০২৬ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি কার্গো এলাকায় সম্প্রতি সংঘটিত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বিপুল পরিমাণ পণ্যচালান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে দীর্ঘসময় ধরে অব্যবস্থাপিত অবস্থায় পণ্য জমে থাকার ফলে এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহগুণে বৃদ্ধি পায়। এতদ সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কাস্টমস হাউস, ঢাকায় আগত অনেক আমদানিকৃত পণ্যচালান নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঘোষণা ও খালাস গ্রহণ করা হচ্ছে না, ফলে কাস্টমস হাউস, ঢাকায় অযাচিত পণ্যজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ছে। কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৪ এর উপধারা ১ অনুযায়ী, কোনো কাস্টমস স্টেশনে পণ্য আগমনের পর সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আমদানিকারক বা তার মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক পণ্য ঘোষণা (Bill of Entry দাখিল) প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ধারা ৯৪ অনুযায়ী, ঘোষণার পর প্রযোজ্য শুল্ক-কর পরিশোধসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে হবে এবং উপরোক্ত বিধান সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ করা না হওয়ায় পণ্যজট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। বিমানবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক সংস্থা এ বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

০২। যেহেতু, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে জরুরী, স্পর্শকাতর এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি হয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল আমদানিকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

(ক) পণ্য আগমনের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে Bill of Entry দাখিল করতে হবে।
(খ) সকল শুল্ক-কর ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
(গ) অযথা বিলম্ব পরিহার করে দ্রুত পণ্য নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি (ডকুমেন্টেশন, ভ্যালুয়েশন, পেমেন্ট প্রস্তুতি ইত্যাদি) পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে।
(ঘ) নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৩। উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যায় এবং বিমানবন্দর তথা কাস্টমস হাউস, ঢাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। এমতাবস্থায়, আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমদানিকারকদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সূত্রোক্ত পত্র ০২ (দুই) পাতা।

১২.০৪.২৬

মোহাঃ মসিউর রহমান
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টমস হাউস, ঢাকা।
Phone: 02-8901577

প্রাপক:
০১. প্রশাসক
এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

০২. সভাপতি
বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স
৭/৭৩, সেক্টর-১৭, উত্তরা, ঢাকা।

Shahin
forward
.../৪/২০২৬